সূরা আন নহল-৩য় রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(২২-২৫)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ❤اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ২২ : ১৬

২২. তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, কাজেই যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের অন্তর অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, একমাত্র এক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আর এটাও জানাচ্ছেন যে, কাফেররা তা অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে ওয়ায নসীহত ও স্মরণ কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। তারা হক গ্রহণের বদলে শুধু অহংকারই করে বেড়ায়, কোন সঠিক কিছু মেনে নেয়াকে তারা অনেক বড় করে দেখে। অস্বীকার তাদের প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] তারা এ জন্য প্রায়ই শুধু আশ্চর্যবোধ করত। তারা বলে, {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}

অর্থাৎ, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে একটিমাত্র উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। (সূরা স্বা-দ ৫) অন্যত্র আরো বলেন,

{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} অর্থাৎ, এক আল্লাহর কথা বলা হলে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (সুরা যুমার ৪৫)

আখেরাত অস্বীকৃতি তাদেরকে এতই দায়িত্বহীন, বেপরোয়া ও পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত করে দিয়েছে যে এখন যে কোন সত্য অস্বীকার করতে তারা কুন্ঠিত হয় না। তাদের কাছে কোন সত্যের কদর নেই। তারা নিজেরা কোন নৈতিক বাঁধন মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। তারা যে পথে চলছে সেটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কিনা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার কোন পরোয়াই তাদের নেই।

() তাদের অহংকারের কারণে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

. আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।সূরা গাফেরের ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। [ইবন কাসীর] হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। আর যার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকবে সে জাহান্নামে থাকবে না। একলোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক যদি চায় যে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক? তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে হককে না মানা ও মানুষকে হেয় করে দেখা। [মুসলিম: ৯১]

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য মাবুদ। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই। তিনি এক, একক, অংশী বিহীন এবং অভাবমুক্ত। কাফিরদের অন্তর ভাল কথা অস্বীকারকারী। তারা সত্য কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এক আল্লাহর যিকর শুনে তাদের অন্তর ম্লান হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যদের যিকর শুনে তাদের অন্তর খুলে যায়। তারা মহান আল্লাহর ইবাদত থেকে অহংকার প্রকাশ করে। তাদের অন্তরে ঈমানও নেই এবং তারা ইবাদতে অভ্যস্তও নয়। এ সব লোক অত্যন্ত লাঞ্ছিত ভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোপনীয় ও প্রকাশ্য কথা সম্যক অবগত। প্রত্যেক আমলের উপর তিনি পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না।

আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) ইসলামের মূল ভিত্তি এবং সর্বপ্রথম দাওয়াত। প্রতিটি মানুষের উচিত এই সত্যটি উপলব্ধি করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের অন্তরকে সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি পরকালের হিসাব বিশ্বাস করে, সে অন্যায় ও গোনাহ থেকে দূরে থাকে।

অহংকার মানুষের ঈমান ও হিদায়াতের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। বিনয়ী অন্তরই সত্যকে গ্রহণ করতে পারে, আর অহংকারী অন্তর কখনো হেদায়াত লাভ করে না।

এই আয়াত আমাদের শেখায় যে, সত্যকে মেনে নেওয়ার জন্য অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও বিনয়ী রাখা জরুরি। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাই প্রকৃত সাফল্য।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেছেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ٢٣﴾]الحشر: ٢٣[

“তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান।” [সূরা আল-হাশর: ২৩]

لَا جَرَمَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ • اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ١٦ : ٢٣

২৩. নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ঘোষণা করে। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

• মানুষ যা কিছু মনে মনে লুকিয়ে রাখে এবং যা প্রকাশ্যে বলে বা করে—সবকিছুই আল্লাহর নিখুঁত জ্ঞানে রয়েছে। কারও কাছ থেকে কোনো কিছুই গোপন করা সম্ভব নয়।

সুরা আল-বাকারাহ (আয়াত ৭৭): "তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন?"

সুরা আত-তাগাবুন (আয়াত ৪): "নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তিনি সব জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ অন্তরের ভেতরের খবরও জানেন।"

সুরা আল-মুলক (আয়াত ১৩): وَأَسِرُّواْ قَوۡلَكُمۡ أَوِ ٱجۡهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

"তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো কিংবা প্রকাশ্যেই বলো, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

অহংকারী বলতে বোঝায় সেই সব মানুষদের, যারা নিজেদের অতিমাত্রায় শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং অন্যকে তুচ্ছ বা ছোট করে দেখেন।

অহংকারকে আরবীতে বলা হয় الْكِبَر যার অর্থ বড়ত্ব প্রদর্শন করা, অন্যের চাইতে নিজেকে বড় মনে করা। পারিভাষিক অর্থে সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হীন মনে করাকে অহংকার বলা হয়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ 'প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা' ছহীহ মুসলিম, হা/৯১

অত্যধিক সম্পদের মালিক ছিল কারূন। যার কারণে সে অহংকারী হয়ে পড়েছিল। ভুলে গিয়েছিল নিজের আসল পরিচয়। সত্য থেকে বিমুখ হয়ে জিদ করে বসেছিল মিথ্যার উপর। যার কারণে আল্লাহ তাকে সহ তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾

'কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। বস্তুত সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না' (আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৬)। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾

'সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? কিন্তু অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হয় না' (আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৮)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ﴾ 'অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোনো দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' (আল-ক্বাছাছ, ২৮/৮১)।

অহংকারী মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

· সত্য অস্বীকার: স্পষ্ট সত্য সামনে এলেও অহংকারের বশবর্তী হয়ে তা মেনে নিতে চান না।

· অন্যকে ছোট করা: কথায় বা আচরণে অন্য মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং অবমাননা করা।

· বড়াই করা: নিজের ক্ষমতা, ধনসম্পদ, সৌন্দর্য, বংশ বা জ্ঞান নিয়ে অহমিকা প্রকাশ করা।

· সবসময় নিজেকে সঠিক ভাবা: অন্যের মতামত বা সমালোচনা একদম শুনতে চান না এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করেন না।

· রক্ষণাত্মক বা আক্রমণাত্মক আচরণ: কেউ কোনো প্রশ্ন তুললে বা সমালোচনা করলে রেগে যান বা অসম্মানজনক ব্যবহার করেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে অহংকার হলো একটি নিকৃষ্ট আত্মিক ব্যাধি।

· অহংকারের পরিণতি: আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। অহংকার মানুষের অন্তরকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয় এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।

সুরা আল-ইসরা (আয়াত ৩৭): "আর পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বতসমান হতে পারবে না।"

সুরা লুকমান (আয়াত ১৮): "আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"

• জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে জানাব না? তারা হলো প্রত্যেক নিষ্ঠুর, অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি।" (সহীহ বুখারী)

· জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায়: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, "মানুষ তো চায় তার পোশাক সুন্দর হোক, জুতো সুন্দর হোক (এটাও কি অহংকার)?" রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। আসলে অহংকার হলো—সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।" (সহীহ মুসলিম)

· আল্লাহর চাদর: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, "অহংকার হলো আমার চাদর এবং মহত্ত্ব হলো আমার ভূষণ। যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি (অংশীদারিত্ব) করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

‘আমাদের আয়াতসমূহে কেবল তারাই ঈমান আনে, যখন তারা উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা জ্ঞাপন করে এমন অবস্থায় যে, তারা কোনো প্রকার অহংকার প্রদর্শন করে না’ (আস-সাজদাহ, ৩২/১৫)।

قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ • وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ১৬ : ২৪

২৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন? তখন তারা বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা!

এখান থেকে ভাষণের মোড় ফিরে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব শয়তানী কাজ-কারবার চালানো হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছিল, ঈমান না আনার জন্য যেসব বাহানাবাজী করা হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি আনা হচ্ছিল, ---সবগুলোকে এক একটি করে পর্যালোচনা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে উপদেশ দান, ভয় দেখানো ও নসিহত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের চর্চা যখন চারদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেতো সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছেন তিনি কি শিক্ষা দেন? কুরআন কোন ধরনের কিতাব, তার মধ্যে কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মক্কার কাফেররা সবসময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যাতে প্রশ্নকারীর মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে কিতাবটি এনেছেন সে সম্পর্কে কোন না কোন সন্দেহ জাগতো অথবা কমপক্ষে তার মনে নবীর বা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সকল প্রকার আগ্রহ খতম হয়ে যেত।

“ তারা আরও বলে, এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; তারপর এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়। [সূরা আল-ফুরকানঃ ৫]

এভাবেই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যাচার করতো এবং তার সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সম্পূর্ণ অসার অলীক বাতিল কথাবার্তা বলতো। কেননা যারাই হকের বিপরীতে কথা বলবে, তারা যত প্রকারের কথাই বলুক না কেন, সবই ভুল ও অসার হতে বাধ্য। তারা বলত, জাদুকর, কবি, গণক, পাগল। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষক ওলীদ ইবন মুগীরা আল-মাখযুমী যা বলেছিল তাতেই সবাই একমত হয়েছিল। ওলীদ ইবন মুগীরা আল-মাখযুমী ছিলেন ইসলাম-পূর্ব ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার কুরাইশ বংশের অন্যতম প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য নেতা। তিনি বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর পিতা ছিলেন।• ওলীদ আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে কুরআনের তিলাওয়াত শুনে তিনি মনে মনে এর অলৌকিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এটি কোনো মানুষের বাণী হতে পারে না।

কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও নিজের সামাজিক পদমর্যাদা হারানোর ভয়ে এবং গোত্রীয় অহংকারে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। উল্টো কুরাইশ নেতাদের প্ররোচনায় তিনি কুরআনকে ‘জাদু’ বলে আখ্যায়িত করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন।

আল্লাহ বলেন, “সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করল! তারপরও ধ্বংস হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল! তারপর সে তাকাল। তারপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। তারপর সে পিছন ফিরল এবং অহংকার করল। অতঃপর সে বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির: ২৪]

অর্থাৎ বলা হয়ে থাকে যে, তার আনিত বিষয় জাদু। শেষপর্যন্ত তারা এটার উপর পরস্পর একমত হয়ে চলে যায়। [ইবন কাসীর]

اَلَا سَآءَ مَا • وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ • لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ২৫ : ১৬ يَزِرُوْنَ

২৫. ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে। দেখুন, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট।

এই আয়াতে মক্কার সেইসব অহংকারী কাফির ও কুরাইশ নেতাদের কথা বলা হয়েছে, যারা নিজেরা তো ঈমান আনতোই না, বরং সাধারণ মানুষকে বলতো যে কুরআন পূর্ববর্তীদের উপকথা মাত্র।

• দ্বিগুণ পাপের বোঝা: যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্য মানুষকেও মিথ্যা ও অপপ্রচারের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের পাপের বোঝার পাশাপাশি যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপের একটা অংশও বহন করবে।

• অন্যের পাপের অংশ হওয়া: কোনো মানুষকে ভুল পথে বা পাপের কাজে প্ররোচিত করলে, সেই মানুষটি যত পাপ করবে, তার একটি সমপরিমাণ পাপ প্ররোচনাকারীর আমলনামাতেও যুক্ত হবে, অথচ মূল পাপী ব্যক্তির পাপ থেকেও কোনো অংশ কমানো হবে না।

যারাই কারো পথভ্রষ্টতার কারণ হবে তারাই ভ্রষ্টদের যাবতীয় পাপের ভাগী হবে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ বলেন "তারা তো বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা; আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।" [সূরা আল-আনকাবুত: ১৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কেউ ভালো কাজের সূচনা করলে যত লোক এর উপর আমল করবে তত লোকের আমলের সমপরিমান সওয়াব তার জন্য লিখা হবে, আর কেউ মন্দ কাজের সূচনা করলে যত লোক এ কাজ করবে ততলোকের কাজের সমপরিমান গুণাহ তার জন্য লিখা হবে। অথচ তাদের গুণাহের সামান্যতমও কমতি করা হবেনা।" [মুসলিমঃ ১০১৭]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাঃ) বলেছেন, যে মানুষকে সৎপথ দেখায়, সে ঐ সকল লোকেদের নেকী পেতে থাকে, যারা তার কথামত সৎপথ অবলম্বন করে। আর যে অসৎ পথ দেখায়, সে ঐ সকল লোকেদের পাপভার বহন করে, যারা তার কথা অনুযায়ী অসৎ পথ অবলম্বন করে। (আবূ দাউদঃ সুন্নাহ অধ্যায়)

সুরা আল-আ'রাফ (আয়াত ৩৮):"...যখনই কোনো দল তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখনই তারা তাদের সহোদর দলকে অভিসম্পাত করবে। অবশেষে যখন সবাই তাতে একত্রিত হবে, তখন অনুসারীরা তাদের নেতাদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, অতএব আপনি এদের দ্বিগুণ অগ্নি-আজাব দিন।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা তা জানো না'।"

• সুরা সাবা (আয়াত ৩১-৩২):"আর যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমদের তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে! তখন তারা একে অপরের ওপর দোষারোপ করবে। যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল (অনুসারী), তারা অহংকারীদের (নেতাদের) বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।' অহংকারীরা দুর্বলদের বলবে, 'তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদের তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'।"

· সুরা ইব্রাহিম (আয়াত ২১):"আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে হাজির হবে। তখন দুর্বলরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা কি আল্লাহর আজাব থেকে আমাদের কিছুটাও রক্ষা করতে পারবে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি আমাদের হেদায়েত দিতেন, তবে আমরাও তোমাদের হেদায়েত দিতাম। এখন আমরা ছটফট করি কিংবা ধৈর্য ধারণ করি, আমাদের জন্য সবই সমান; আমাদের কোনো বাঁচার উপায় নেই'।"

সুরা আল-আহযাব (আয়াত ৬৭-৬৮):"তারা আরও বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম, আর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! আপনি তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের ওপর মহা অভিসম্পাত করুন'।"

দুই বন্ধুর ঘটনা: অহংকার ও অন্যকে হতাশ করার পরিণতি

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, বনি ইসরাইল বংশে দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন অত্যন্ত পাপী ছিল, আর অন্যজন ছিল ইবাদতগুজার (সবসময় আল্লাহর ইবাদত করত)।

ইবাদতকারী ব্যক্তিটি যখনই তার পাপী বন্ধুকে দেখত, তখনই তাকে পাপ কাজ করতে বারণ করত এবং বলত, "পাপ কাজ ছেড়ে দাও।"

একদিন সে তার বন্ধুকে একটি পাপ কাজে লিপ্ত দেখতে পেয়ে আবার বলল, "তুমি এই পাপ কাজ বন্ধ করো।"

পাপী বন্ধুটি বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, "আরে ভাই, আমার এবং আমার আল্লাহর মাঝখানে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন? তোমাকে কি আমার ওপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠানো হয়েছে?"

বন্ধুর এই কথা শুনে ইবাদতকারী ব্যক্তিটি রেগে গেল এবং অহংকারবশত আল্লাহর ওপর কসম খেয়ে বলে বসল:

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবেন না!" (অথবা সে বলেছিল, "আল্লাহ তোমাকে কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।")

পরবর্তী পরিণতি:

এর কিছুদিন পর দুই বন্ধুই মারা গেল এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলো। তখন মহান আল্লাহ সেই ইবাদতকারী ব্যক্তিকে ডেকে বললেন:

"তুমি কি আমার সম্পর্কে সব জানতে? নাকি আমার হাতে যে ক্ষমতা রয়েছে, তার ওপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল (যে তুমি আমার নামে সিদ্ধান্ত দিলে)?"

এরপর আল্লাহ তাআলা পাপী লোকটিকে বললেন, "তুমি আমার রহমতের উসিলায় জান্নাতে প্রবেশ করো।"

আর সেই অহংকারী ইবাদতকারী ব্যক্তিটির ব্যাপারে ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন, "একে ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাও।"

হাদিসটি বর্ণনা করার পর হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, "ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে (ইবাদতকারী) এমন একটি কথা মুখ দিয়ে বের করেছিল, যা তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস করে দিয়েছে।"সুনান আবূ দাউদ (আলবানী একাডেমী)৩৬/ শিষ্টাচার 36 | كتاب الأدب(. General Behavior (Kitab Al-Adab)হাদিস ৪৯০১

(উৎস: সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯০১; সহীহ ইবনে হিব্বান)